# বাঁকা কথা : **স্মার্ট** ফোন

কতই তো দেখলাম, প্রথমে গ্রামাফোন, তারপরে টেলিফোন, সেলফোন, মোবাইল ফোন, ভোডাফোন আর এখন **স্মার্ট** ফোন। ছোটোবেলায় শিখেছিলাম ফোন মানে শোনা কিন্তু বর্তমানে ফোন বলতে একটি যন্ত্রকে বোঝায় যার যন্ত্রনা প্রচুর। আজ এই ঘটনার কিছু অংশ আপনাদের কাছে তুলে ধরব।

এখনকার দিনে সবাই **স্মার্ট** হতে চায় তাহলে মোবাইল ফোন বাবাজীও বাদ যায় কেন ? অনেক কষ্টে আমিও মোবাইল ফোনটিকে আয়ত্ত করেছিলাম এবং ভাবলাম একটু **স্মার্ট** হওয়া যাক। **স্মার্ট** হতে হলে একটা **স্মার্ট** ফোন তো লাগবেই। বেশ কিনে ফেললাম সাড়ে সাত হাজার টাকার আস্ত আছোলা বাঁশ। সেই বাঁশ কিনে আমার সে কি অবস্থা হল বলে বোঝানো যাবে না। দোকানদার আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা সেট যখন দেখালো নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। দেখবেন পরের প্রেমিকা আর অন্যের হাতে মোবাইল ফোন আমাদের সর্বদা ভালো লাগে। এক্ষেত্রেও অন্যথা হল না, নিয়ে নিলাম **স্মার্ট** ফোন।

ফোনটা সত্যই **স্মার্ট,** অন্তত আমার চেয়ে **স্মার্ট**। সিমকার্ড লাগানোর পর অন করতেই নানান লেখা ভেসে উঠলো যার মানে করতে গিয়ে ডিক্সনারী নিয়ে বসলাম কিন্তু সেটিংস দুরের কথা মর্মউদ্ধার করতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে দোকানে ছুটলাম। দোকানের ছেলেটা ভালো, সে নিজের হাতে সব ঠিক করে দিল এবং আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল কাকা আর কোন চিন্তা নেই, শুধু অন করলেই কাজ হবে।

বাড়িতে এসে ভাবলাম থাক পরের দিন এটাকে নিয়ে ঘাঁটবো, কিন্তু এমনি পোড়া কপাল সিমটা যে এর ভেতরেই আছে। তাই যখন অন করলাম ভেসে উঠলো নাম “ওয়েলকাম একবাল”, “হ্যাভ এ নাইস ডে”। এই মাটি করেছে। নিজের প্রেমিকার মুখে অন্য ছেলের নাম আর নিজের মোবাইলে অন্য লোকের নাম দেখলে মনের অবস্থা কি হয় সেটা নিশ্চয় আমাকে আর বলতে হবে না। যাক ছেলেটি আমার উপকার করেছে বলে এটা হজম করলাম।

কিন্তু বাধ সাধল পরের দিনেই। সকালে উঠেই Internet অন করতেই বেশ কিছু নোটিফিকেশন এল। এটা ইনস্টল করুন ওটা ইনস্টল করুন। অর্ধেক বুঝতেই পারলাম না, তাই এরুরকম না বুঝেই কাটতে থাকলাম। একটা জায়গাতে এসে দেখলাম ডেইলি নিউজ। ব্যাস ইনস্টল করলাম আর আমার চরম বিপত্তি শুরু হল। ভেবেছিলাম। বর্তমান খবরাখবর পাব। হল অন্য আরেক বিপত্তি। খবরের জায়গায় মাঝে মাঝেই একজন বিদেশী মহিলার পশ্চাৎদেশ আমার ফোনের স্ক্রীনে ভেসে ওঠে আর আমি অসস্তিতে পড়ে যাই। সবসময় আতঙ্ক যে কখন ওই ভদ্রমহিলার অভদ্র দ্বিখন্ডিত পশ্চাৎদেশ দেখা দেবে।

ভয়ে কাউকে আর দেখাতেও পারছিনা। গিন্নি বলল নতুন ফোনটা দাও একটু দেখি। কিন্তু বিশ্বাস করুন ওই বাঁসটি যদি আমার গিন্নির হাতে পড়ে তাহলে বাড়ি হবে কুরুক্ষেত্র আর আমি হব অসুর রাজ রাবণ। ভাবছেন রামায়ণ, মহাভারত এক হল কীভাবে ? আরে আর বলবেন না, **স্মার্ট** ফোন যে সব এক করে দিল ! অগত্যা শেষ ভরসা সেই একবাল, কাঁচুমাচু মুখ করে সেই একরত্তি ছেলেটির কাছে উপস্থিত

হলাম। অনেকক্ষন দাড়িয়ে থেকে একটু সাহস যোগাড় করে বললাম আমার সমস্ত ঘটনাটি। জানিনা সে বিশ্বাস করল কি করল না, তবে বলল, আরে কাকা এই বয়সে এগুলি একটু আধটু হয়ে থাকে। আমি দেখছি কি করা যায়। ঠায় ২ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলাম আর ওই হারামজাদার রঙ্গ দেখলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে সে পারল না। আমার ভবিতব্য সেই পশ্চাৎ দর্শনই থাকল। সর্বশেষে বলল 'সার্ভিস সেন্টারে যান। সফ্টওয়ার মারতে হবে'। আমি ভাবলাম যা মারার তো মেরেই দিয়েছো বাবা, নতুন করে আর কি মারবে। ব্যাটা নিজের নামের মতন কাজটাও করল।

আমি অগত্যা কোন পথ না পেয়ে পরের দিন কাজ কামাই করে প্রায় ১০০ টাকা খরচ করে মারাতে গেলাম (সরি! পাঠকগন খারাপ ভাবে নেবেন না, সফ্টওয়ার মারাতে গেলাম)। ভেতরে ঢুকেই দেখি একটা মেয়ে মার্কা ছেলে বসে ফোনে কার সাথে যেন কথা বলছে। আমাকে ঝাড়া ৪০ মিনিট বসিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করল, আপনার জন্য কি করতে পারি স্যার ? মাথা ঠান্ডা করে বললাম সমস্যার কথা। সে সবশুনে বলল ওটা আমাদের ফল্ট নয়। আপনি ভুল অ্যাপ লোড করেছেন। আমরা মারতে পারি কিন্তু সার্ভিস চার্জ আপনাকে দিতেই হবে, কোন ওয়ারেন্টি আপনি পাবেন না।

কি আর করি বাধ্য হয়ে রাজী হলাম। ফোনটা ওরা জমা নিয়ে নিল আর আমাকে তিনদিন পর যেতে বলল। অফিস থেকে সি. এল. নিয়ে তিন চার বার ঘোরার পর ফোনটি পেলাম। সর্বসাকুল্যে আরো প্রায় হাজার টাকা আমার গ্যাঁট গচ্ছা গেল। ফোনটা চালু করলাম কিন্তু ভয়ে ইন্টারনেট আর অন করলাম না।

কিন্তু হায়রে আমার ভবিতব্য। আমার এক বন্ধু একদিন ইন্টারনেট অন করতেই সেই মহিলা সমহিমায় উপস্থিত হলেন। বিরক্ত হয়ে মনে হল এক আছাড়ে এটাকে শেষ করি। আবার হাজির হলাম সেই একবালের কাছে। বললাম এই যন্ত্রের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দে। এখন একটা ফোন দে সেখান থেকে শুধু ফোন যাবে আর ফোন আসবে আর এটাকে তুই নে।

আজ আমার স্বর্গ ফিরে পেয়েছি। ফোনেরা তো সব **স্মার্ট** হল। আমরাই হতে পারলাম না।

(সমাপ্তির শুরু)